১৮৭

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 26 NOV 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ১ ...

ঢা. বি'র বিশেষ সমাবর্তনে ফেদেরিকো মায়র

উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত মেধা

কাগজ প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনেস্কোর মহাপরিচালক অধ্যাপক ফেদেরিকো মায়রকে গতকাল সম্মানসূচক ডক্টর অব সায়েন্স (ডিএসসি) ডিগ্রি প্রদান করেছে। গতকাল টিএসসিতে এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী ইউনেস্কো মহাপরিচালককে এই ডিগ্রি প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে ফেদেরিকো মায়রের উদ্দেশে পাঠ করা মানপত্রে বলা হয়, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. ফেদেরিকো মায়র একজন মানবপ্রেমী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী ব্যক্তিত্ব। এই মানপত্র পাঠ করেন ফার্মেসি অনুষদের ডীন অধ্যাপক মুনীর উদ্দিন আহমদ।

মানপত্রে বলা হয়, ইউনেস্কোর মহাপরিচালক হিসেবে তিনি সবার মধ্যে এই চেতনা জাগ্রত করতে চেয়েছেন যাতে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে রাষ্ট্রগুলোর শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। মানপত্রে বলা হয় ফার্মেসি বিভাগের ছাত্র হিসেবে ১৯৫৮ সালে মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষাবিদ হিসেবে ড. ফেদেরিকো ৪০টির বেশি পিএইচডি অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তার ৮০টির বেশি গবেষণাধর্মী রচনা রয়েছে। ১৯৭৭ সালে অধ্যাপক মায়র স্পেনের পার্লামেন্ট সদস্য এবং ১৯৮১ সালে শিক্ষা ও বিজ্ঞান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৮৭ সাল থেকে তিনি ইউনেস্কোর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানসূচক ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি গ্রহণের পর দেওয়া বক্তব্যে অধ্যাপক ফেদেরিকো মায়র বলেন, উচ্চশিক্ষার বিষয়টি অবশ্যই মেধার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক চাপ এক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা উচিত হবে না। তিনি বলেন, সারা পৃথিবীর মানুষ হিসেবে আমরা একই জাহাজের যাত্রী। আমাদের গন্তব্যও এক। সেই গন্তব্য হচ্ছে সহিংসতামুক্ত একটি শান্তিপূর্ণ পৃথিবী। শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষা কোনো একটি দেশের নয় — সারা পৃথিবীর মানুষের। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীর ২০ ভাগ মানুষ ৮০ ভাগ সম্পদ ভোগ করছে। আমাদের এই বৈষম্য দূর করতে হবে।

অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার সঙ্গে প্রয়োজননির্ভর শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে আমাদের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপুষ্টিজনিত রোগ ভবিষ্যতে আরো প্রকট হয়ে উঠবে। পরবর্তী শতাব্দীতে সামাজিক প্রগতি প্রতিষ্ঠায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু একথা সত্য হলেও একমাত্র ও পরম সত্য নয়। সর্বাত্মক অগ্রগতির লক্ষ্যে বস্তুগত বিজ্ঞানের সঙ্গে মানববিদ্যার বিভিন্ন অনুষদের বহুমুখী গবেষণার অবশ্যই সমন্বয় সাধন করতে হবে।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মন্ত্রীবর্গ, সাংসদ, কূটনীতিক, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যবৃন্দ, সিন্ডিকেট, সিনেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে এক সমাবর্তন শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ফেদেরিকো মায়র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট, সিনেট, একাডেমিক কাউন্সিল ও অনুষদের সদস্যরা শোভাযাত্রায় অংশ নেন।